গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ভবন
১০৮, মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০২০.২০১৫-৩০৪ তারিখঃ ২১/৪/২০১৬খ্রিঃ।

আদেশ

যেহেতু, জনাব কাদেরুল ইসলাম, ক্রেডিট সুপারভাইজার(সাময়িক সংযুক্ত-গাবতলী, বগুড়া) কিশোরগঞ্জ, নীলফামারীতে কর্মকালীন জনৈক সুমাইয়া শারমিন-এর ননদ ও ভাইকে সরকারী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক/সহকারী শিক্ষক পদে চাকুরী প্রদানের নিশ্চয়তাপূর্বক ১২,০০,০০০/- (বার লক্ষ) টাকা দাবী করেন। সে মোতাবেক চাকুরি প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়ে গত ০৭-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ১৫০/- টাকা মূল্যমানের নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে ০৩ জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে অঙ্গীকারনামার মাধ্যমে মোট ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্ট ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা চাকুরী প্রদানের পর গ্রহণ করার অঙ্গীকারের অভিযোগে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা-১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক অত্র দপ্তরের ০৮-৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ২৪৫ সংখ্যক স্মারকে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চালু করা হয়;

০২। যেহেতু, তিনি উক্ত মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিতভাবে জবাব দাখিল করেন। তবে ব্যক্তিগত শুনানীর আগ্রহ প্রকাশ না করায় তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়নি। বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির নিমিত্ত বিধি মোতাবেক বিভাগীয় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। প্রাপ্ত তদন্ত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে আনীত প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ প্রমানিত মর্মে উল্লেখ করা হয়;

০৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযোগ প্রমানিত মর্মে উল্লেখ থাকা এবং নথিপত্র পর্যালোচনায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত বিধায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) ধারার বিধান মতে তাকে চাকুরী হতে বরখাস্ত(Dismissal from Service) দণ্ডারোপের প্রস্তাবনাপূর্বক অত্র দপ্তরের ০৮-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৪৪১ সংখ্যক পত্রে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হয় এবং তার দ্বারা গত ২০-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়;

০৪। যেহেতু, তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন। জবাবে ১৫০/- টাকা নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অভিযোগকারীর অনুকূলে প্রদত্ত অংগীকারনামাটির কথা তিনি অস্বীকার করেননি। তবে তিনি দাবী করেন সাদা স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করেছিলেন, কোন টাকা পয়সা লেনদেন হয়নি। অভিযোগকারী প্রতারণার মাধ্যমে লেনদেনের বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করেছেন। কিন্তু সাদা স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নিয়ে প্রতারণার কারণে তিনি কোন আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয় না। একজন সরকারী কর্মচারী হিসেবে জেনেশুনে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে সাদা কাগজে স্বাক্ষর করার যুক্তিসংগত কোন কারণ নেই। অধিকন্তু তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে অনেক অপ্রাসংগিক বিষয়ের অবতরণা করেছেন,যা অসদাচরণের পর্যায়ভূক্ত;

০৫। যেহেতু, তার পূর্ববর্তী কর্মস্থল গাবতলী, বগুড়ায় কর্মকালীন অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় গত ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ০৩টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন ০৩(তিন) বছরের জন্য স্থগিতকরণ দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়। একই কর্মস্থল গাবতলী বগুড়ায় কর্মকালীন বিধিবহির্ভূত ঋণ বিতরণ ও খেলাপীর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় ২৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাকে দুই বছরের জন্য বেতন নিম্নতর টাইমস্কেলে অবনমিতকরণ দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয় এবং অননুমোদিত অনুপস্থিতির অভিযোগে অপর একটি বিভাগীয় মামলায় পরবর্তী ০৩ বছরের জন্য তাকে বর্তমান টাইমস্কেলের প্রারম্ভিক ধাপে বেতন অবনমিতকরণ দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়। পরপর ০৩টি বিভাগীয় মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ার পরও তার আচরণের কোন পরিবর্তন আসেনি বরং চলমান বিভাগীয় মামলার দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে তিনি ঔদ্ধত্যপূর্ন বক্তব্য প্রদান করেন; এতে প্রতীয়মান হয় যে, সরকারী চাকুরির প্রতি তথা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তার কোন আগ্রহ নেই, বরং দিনেদিনে তিনি আরও বেশী উশৃঙ্খল হয়ে পড়েছেন। এমতাবস্থায় তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার ন্যূনতম সুযোগ তিনি রাখেননি;

০৬। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার জবাব, তদন্তে অভিযোগ প্রমানিত হওয়া, পরপর ০৩টি বিভাগীয় মামলায় দণ্ড প্রাপ্ত হওয়ার পরও আচরণের কোন পরিবর্তন না হওয়া, সরকারী চাকুরির দায়িত্ব পালনে কোন আগ্রহ না থাকা এবং নথি পর্যালোচনায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং একই বিধিমালার ৪(৩) বিধি মোতাবেক গুরু দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক) এক্ষণে, সেহেতু সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিতে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(বি) বিধির বিধান মতে ক্রেডিট সুপারভাইজার জনাব মোঃ কাদেরুল ইসলাম-কে চাকুরি হতে বাধ্যতামূলক অবসরদান(compulsory retirement) দণ্ড প্রদান করা হলো ।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২১/০৪/২০১৬
(আনোয়ারুল করিম)
মহাপরিচালক
ফোন ঃ ৯৫৫৯৩৮৯

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০২০.২০১৫-৩০৪
তারিখঃ ২১/৪/২০১৬খ্রিঃ।

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরিত হলো ঃ

০১। পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক(সকল),-- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।
০২। উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,বগুড়া/নীলফামারী।
০৩। কম্পিউটার প্রোগ্রামার(আইসিটি) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা-কে আদেশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো
০৪। সিনিয়র সহকারী সচিব(যুব-১), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
০৫। সহকারী পরিচালক(প্রশাসন),যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা-কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ব্যক্তিগত নথিতে কপিটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।
০৬। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী/গাবতলী, বগুড়া।
০৭। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী/গাবতলী, বগুড়া-কে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আরোপিত শাস্তি তার চাকুরি বহিতে লাল কালিতে লিপিবদ্ধ করতে অনুরোধ করা হলো।
০৮। জনাব মোঃ কাদেরুল ইসলাম, ক্রেডিট সুপারভাইজার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী(সংযুক্ত-গাবতলী, বগুড়া)।
০৯। জনাব মোঃ কাদেরুল ইসলাম,পিতা-জনাব আব্দুল কাদের জিলানী,গ্রাম-কির্ত্তনিয়াপাড়া, ডাকঘর-পোড়ারহাট, সদর, নীলফামারী
১০। জনাব সুমাইয়া শারমিন, পিতা-চিত্তরঞ্জন মন্ডল, গ্রাম-গোপালপুর, ডাকঘর-জাবারীপুরহাট, উপজেলা-বদলগাছি,জেলা-নওগাঁ।
১১। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।
১২। অফিস কপি/গার্ড ফাইল ।

(মোঃ আতাউর রহমান)
সহকারী পরিচালক(শৃংখলা)
ফোন ঃ ৯৫৫১৮৫৯

Shahidul/E/Realse-294